কণার সংসার

কবিতা সান্যাল

(জয়শঙ্কর-এর হিন্দী গল্প থেকে অনুবাদ)

হাসির শ্যামলা রঙ দীর্ঘদিন জ্বরে ভোগার জন্য ফ্যাকাসে লাগছে। বিছানার পাশের জানালার কাছে তার স্বামী দাঁড়িয়ে। মোমবাতির মৃদু আলোয় পাশের টীপয়ে গীর যাবতীয় জিনিষপত্র দেখা যাচ্ছে। চার্চের ঘড়ি ন'টা বাজার সংকেত দিল। বাইরে অক্টোবরের জ্যোৎস্না রাত, আর নীল স্বচ্ছ আকাশ তারায় ভরা। 'মনে হয় আজ রাতে আর বাতি আসবে না' হাসি বলল, 'এবার তুমি গিয়ে শুয়ে পড় আনন্দ'।

'দশটায় তোমার জ্বর দেখতে হবে'

'আমি নিজেই দেখে নিতে পারব। তুমি ক্লান্ত, বিশ্রাম নাও।'

'বসেই তো থাকি, কাজ আর কি ?'

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিল আমি মায়ের শিয়রে বসে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। যখন সন্ধেবেলা দাদা আসত তখন ওয়ার্ড ছেড়ে বাইরে যাবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। যেন ওটা ওয়ার্ড নয়, ক্লাস ম'।

দাদাকে তোমার অসুখের কথা জানিয়েছ?

'না জানাইনি। খবর পেলে আবার ছুটে আসবে। দাদা এখন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়েছে। ছুটি পাওয়া মুস্কিল'।

'তুমি বল তো না হয় ফোন করে দি?'

'জ্বর ছেড়েছে, কেবল দুর্বলতা আছে তাও সেরে যাবে। তোমার ছুটি হলে আমরাই না হয় পরে দিল্লী চলে যাব।'

আগে তুমি ঠিক হয়ে যাও তারপর দিল্লীর কথা ভাবা যাবে। হাতের কাছের টেবিলে মোমবাতি আর দেশলাই রইল, ... থার্মোমিটার ওখানেই অছে,... রাতে প্রয়োজন হলে ডেকো।' বলে আননন্দ পাশের ঘরে যাবে এমন সময় হাসি বলল, দেখ প্রাচীর ঘুম যেন না ভাঙ্গে। যাবার আগে জানালার পর্দা তুলে দিয়ে যাও, হাওয়া আসবে।'

আনন্দ বলল, বাইরে কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা,...সারা রাত...।

আমি বন্ধ করে দেব... বাইরে সুন্দর জ্যোৎস্নার আলো... শরৎপূর্ণিমার দিন তো আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। যদি ভাল থাকতাম আমরা ছাদে সেলিব্রেট করতাম।'

শোবার আগে জানালা বন্ধ করতে ভুলে যেও না যেন। খোলা জানালা দিয়ে জঙ্গলী বেড়ালও ঢোকে ।'

আনন্দকে যেতে দেখে হাসি আবার বলল, রাতে যদি প্রাচী ওঠে তো ওকে দুধ দিও খেতে। আজ সন্ধে থেকে ঘুমুচ্ছে। আর তুমিও এক গ্লাস দুধ খেয়ে নিও...।'

আনন্দ শোবার ঘরে গেল। মোমবাতির আলোয় তার চার বছরের মেয়ে প্রাচী শুয়ে আছে। এই প্রাচীকে জন্ম দেবার দু'ঘন্টা পরই প্রথম স্ত্রী, কণা মারা গেল। কণাও এই রকম শুয়ে পড়ত। কোন কোন দিন রাতে ফিরতে দেরী হলে সে কণাকে বাচচার মত ঘুমিয়ে আছে দেখতে পেত। জুতো ছেড়ে, জামা কাপড় ছেড়ে জায়গায় রাখতে গিয়ে তার দৃষ্টি কণার ঘুমন্ত সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হত। প্রাচী তখন পেটে। একদিন আমি ওকে ঘুমন্ত সৌন্দর্যের কথা বলায়, সে ঠাট্টাচ্ছলে অভিযোগ করল এটা কিন্তু অসভ্যতা। অপরের প্রাইভেসিতে উৎসাহ দেখান মোটেই ভাল নয়।'

ঘুমিয়ে থাকার আবার প্রাইভেসি কি? আর তা ছাড়া তুমি তো আমার স্ত্রী .... তোমায় আমি..।'
বাঃ রে! প্রত্যেক মানুষের ঘুমের একান্ত নিজস্ব সময় হয়। আর স্ত্রী হলাম তো কী? আমার ঘুম তো আমারই থাকবে ... একজন প্রোফেসরকে এটা শোভা দেয় না।'

কণা এইভাবে কথার খেলা আরম্ভ করত।
তুমি বাপু সীমা ছাড়িয়ে যাও যদি এই রকম তোমার সাথে সর্বদা খটাখটি লাগে তো তোমার সাথে ঘরই করা যাবেনা।'
এটা কী একটা বিবাদের বিষয় হল?' আনন্দও আরম্ভ করত খেলা। এই ভাবেই দুজনের অনাবিল আনন্দের খেলা হত। উভয়েই ছেলে মানুষের মত ঠাট্টা তামাসা করত আর প্রাণ ভরে আনন্দ উপভোগ করত। বোকার মত তর্কাতর্কি হত ত ারপর হাসির ফোয়ারা ছুটত। তখনকার মত খেলা শেষ হয়ে যেত। আমাদের দুজনের এই খেলা কেউ বুঝতে পারত না। প্রাচী আসার আনন্দের সাথে যাতনার আভাসও ছিল, যার প্রাচীর সাথেই এই পৃথিবীতে আসার ছিল।
প্রাচী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে। ছোট বেলার এই মধুর হাসি ছোট বেলাই হারিয়ে যায়। বিয়ের পর কিছুদিন আনন্দ এই শহর থেকে দূরে একটা কলেজে পড়াত আর কণা এখানেই স্কুলে কাজ করত। সপ্তাহে ছুটির দিন সে বাড়ি আসত। যখন সে আসত প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কোন জিনিষ তার ব্যাগে থাকত না, যেমন সাবান, টুথব্রাশ, দাড়ি কামানোর ব্লেড, কলম ইত্যাদি। তারপর কোথায় গেল আমার অমুক জিনিষ বলে ঘর তোলপাড় । খুঁজে পেতে তা জোগাড় করত কণা। বিরক্ত হয়ে যখন কণা বলত, আসার সময় তোমার দরকারী জিনিষ আনতে পার না? আনন্দ বলত, এনেছিলাম ব্যাগে কিন্তু চুরি হয়ে গিয়েছে।'
'কেমন করে তোমার জিনিষ চুরি হয়?'
হেসে বলতাম, 'চিন্তার কি আছে, কিনে আনলেই তো হয়। সামান্য জিনিষ।'
'এই যদি তোমার চিন্তাধারা হয় তো একদিন অন্য মেয়ে নিয়ে আসবে, আর..।

'সেটা তো আমি তোমার উপস্থিতিতেই ভাবি। তুমি আর আগের মত নেই। আমি ভাবি নি তুমিও সাধারণ মেয়েদের মতে া।..
তাই বুঝি? আমিও তাই ভাবি, হাসি ঠিকই বলেছিল, এই মানুষটা তেমন নয়, যেমন তুমি ভাব। কেন যে সে সময়..
কণাও কপট অভিযোগ করে। এইভাবে ওদের আবার খেলা আরম্ভ হয়। যে হারত তাকে বিকেলে বেড়াতে যাবার বা রবিবারের খাবার খরচ দিতে হত। এই ধরণের মজার খেলা, আনন্দের খেলা দুজনের সাথে জুড়ে থাকত। যেদিন হাসপ াতালের পথে কণার অকস্মাৎ মৃত্যুর খবর আনন্দ পেয়েছিল, তখন নিদাণ আঘাতের সাথে এটাও মনে হয়েছিল যে এটাও কণার সেই খেলা। কিন্তু তার সেই সন্দেহ মিথ্যা ছিল। সেই রাতে কণা সত্যিই আমার জায়গায় ঈশ্বরের সাথে খেলা অ ারম্ভ করেছিল।
কখনও কখনও অনন্দ অতীতের অন্ধ যাতনার ঘূর্ণাবর্তে ঘুরতে ঘুরতে মৃত্যুর আগের কণাকে দেখতে পায়। প্রসব বেদনার তীব্রতা সত্ত্বেও সে ছিটগ্রস্ত এক বৃদ্ধা নার্সের কথায় হাসছিল।
প্রাচীকে জন্ম দিয়ে তার মুখে যে হাসি ফুটেছিল সেটা আর কখনই ইহ জগতে ফিরে আসবে না। প্রাচী বড় হবে। হাসির জ্বর ভাল হয়ে যাবে। সে আবার কলেজে ছাত্রদের ক্যান্টে ও দুখাইমের চিন্তাধারা পড়াতে থাকবে কিন্তু এসবের মধ্যে কণা থাকবে না, যে এই বাসাকে সাজিয়েছিল, যেপ্রাচীকে জন্ম আর আনন্দকে পুনর্জন্ম দিয়েছিল।
আনন্দ আজীবন কণার স্মৃতির ঘন বনে পথহারা পথিকের মত ঘুরতে থাকবে। হাসি তার মনে অবসাদ নিয়ে বৃদ্ধ হতে থ াকবে অথচ এমন কোন চমৎকার হবে না যাতে কণা তার জীবনে আবার ফিরে আসবে।
বাইরে জ্যোৎস্না স্নাত নিস্তব্ধ রাত। হাসির ঘর থেকে বাসন পড়ার শব্দ হতে হাসির ডাক কানে এল। আনন্দ টর্চ হাতে হা সির ঘরে গেল। দুই ঘরের মাঝে খানিকটা অন্ধকার। হাসির চেহারায় ভয়।
'তুমি এখনও ঘুমাও নি?'
মশারী টানাচ্ছিলাম। এমন সময়..

‘বিড়াল ছিল। আজকাল রোজ বিরক্ত করে।’
‘এবার তুমি শুয়ে পড়, কাল কলেজ যেতে হবে।’
‘আমি ছুটি বাড়িয়েছি’।
‘কেন শুধু শুধু ছুটি বাড়ালে? আমি তো ভাল আছি’।
যতক্ষণ তুমি ভাল ভাবে সেরে না ওঠ, আমি কলেজে যাব না।’
আর আমার রোগ যদি কখনই না সারে’?
হাসির এ কথায় কণার কথা মনে পড়ল।
কণাও এই রকম কথা বাড়াতে নানা প্রশ্ন করত।
হাসির বুঝতে দেরী হল না যে আনন্দ তার অতীতে ফিরে গিয়েছে। আনন্দর অতীত জীবনে হাসি নেই। এই পরাজয় হাসিকে পীড়িত করে, অস্তিত্বের অসফলতা তাকে হতাশ করে।
হঠাৎ তখনই বাতি এল, টিউব লাইটের আলোয় ঘরের বিষন্নতা একটু কম হল আর টেবিলের ওপর রাখা মোমবাতি যেন অনাথ হয়ে গেল। মোমবাতির সাথে তার নিজের বিষন্নতা আর হাসির সাথে তার নিজের শূন্যতা। সেই শূন্যতার ছায়া আনন্দ হাসির ছায়ায় দেখতে পাচ্ছিল।
‘অমন করে কি দেখছ?’
‘এই জ্বর তোমাকে কত দুর্বল করে দিয়েছে’।
বেশ কয়েকদিন থেকে তুমি আমার জন্য যে রকম চিন্তিত রয়েছ তাতে মনে হয় আমি সর্বদা অসুস্থই থাকি।’
এটা তো আমার দায়িত্ব যদি আমি অসুস্থ হতাম তো তুমিও...’।
‘আমার প্রতি তোমার দায়িত্ব ও দয়া না থেকে যদি ভালবাসা থাকত তো আমার মনে হত..। হাসির গলা কান্নায় বুজে গেল।
‘দেখো এইভাবেকান্নাকাটি করলে শরীর খারাপ হবে।’
কি হবে ভাল হয়ে? অসুস্থ বলে অন্ততঃ তুমি কাছে তো আছ, না হলে আমার মনে হয় ঘরের নির্জীব জিনিষের সাথে আমার পার্থক্য কী? কী হবে ভাল হয়ে?
কার দরকার আছে আমার? কে বোঝে আমায়? হাসি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। বন্ধ কর কানানা। অহেতুক বেশী চিন্তা কর তাই নিজের দুঃখ তোমার বুকে পাহাড়ের মত চেপে বসেছে। লক্ষ্মীটি শোবার চেষ্টা কর। রাত প্রায় বারোটা হল।’
আনন্দ নিজের ঘরে চলে গেল হাসি বালিশে মুখ গুঁজে চোখের জল ফেলতে লাগল। চার্চের ঘন্টা বেজে উঠতেই রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল। আনন্দ ভাবছে গির্জার বৃদ্ধ পাদরী নিশ্চয়ই জেগে রয়েছে। কেররমের বৃদ্ধ পাদরী হাপানীর গী। শান্ত চেহারার সেই পাদরীর কথা মনে হতেই আনন্দর চার্চের দিকের স গলির কথা মনে হোল, যেখানে কণার সাথে সে প্রায়ই বেড়াতে যেত। আর এখন প্রাচীকে নিয়ে যায়। বিয়ের আগে কণার সাথে দেখা করার জায়গা ছিল চার্চের পাশের বাগান, অথবা চার্চের সিঁড়ি। ওখান থেকে কণার হোস্টেল কাছে ছিল। সে মাঝে মাঝে সেই সিঁড়িতে বসে ডঃ জিভাগো পড়ত আর কণার প্রতীক্ষা করত। একবার সন্ধ্যে বেলায় চার্চে অনেক লোক ছিল, সে দিন কণার বদলে হাসি এসেছিল কণার মার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে। হাসি কণার হস্টেলে থাকে, তার একমাত্র বান্ধবী। সেই দিন কে জানত যে কণার মৃত্যু হবে। প্রাচীর জন্ম হবে। আর হাসি তার জীবনে স্ত্রী হয়ে আসবে। আনন্দ নিয়তির খেলা সম্বন্ধে নয়, মাণডুির ধবংসাবশেষের কথা ভাবছিল, যেখানে প্রথমবার কণার মৃত্যুর কথা মনে হয়েছিল। কণা তখন গর্ভবতী ছিল, সিঁড়ি চড়তে কষ্ট দেখে ভয় হয়েছিল।
এ ঘরে হাসির চোখে ঘুমের জায়গায় বিষাদ ছড়াচ্ছিল। জ্যোৎস্না রাতে শোকের আচ্ছন্নতা, প্রেমে পরাজিত এক স্ত্রীর ব্যথা হাসির মনে ঘর বাঁধছিল। ওর বিড়ম্বনা কেউ বুঝবেনা। ঢলে যাওয়া চংাদকে দেখে আনন্দও নিজের বিড়ম্বনা অনুভব করছিল। আর প্রাচী মাঝে মাঝে কাশছিল। হাসি তখনও কাঁদছে। হাসির ঘরে স্লিপারের শব্দে আনন্দ আবার উঠে এল। হাসির চোখ লাল।
আনন্দ বলল, বাথমে যাবে?’
‘তুমি শুয়ে পড়ছো না কেন? দয়া করে যাও এবার তুমি। আমায় একা থাকতে দাও।

বিরক্ত হয়ে হাসি বলল।
‘তুমি বোঝার চেষ্টা কেন করছ না? একা এই অবস্থায়...।’
‘কোন অবস্থায়? আমি কি মরে যাচ্ছি? তোমার দয়া আমার দরকার নেই। আমি নিজের সব করতে পারব। তোমার মনে যদি অপরাধ বোধ থাকে তো..।’
হাসির কথা মাঝ পথেই থেমে গেল।
‘তোমার কী হয়ে যায় মাঝে মাঝে ?’
‘জান ডাক্তার.... ।আমার জন্য সত্যি তোমার এত চিন্তা, না অপরাধ বোধ থেকে মুক্তি চাও? তোমার এই হিপোক্রেসি, তোমার মিথ্যা,তোমার ইমোশনাল নাটক করা দেখে আমার কষ্ট হয়। আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়...। হাসি কাঁদতে লাগল।

‘দেখ হাসি, তোমার এই রকম টেন্‌স হয়ে যাওয়াতে তোমার প্রাণ সংশয় হতে পারে। প্লীজ অবস্থাকে বোঝবার চেষ্টা কর... তোমার কষ্টে কী আমার দুঃখ হয় না... আমি কী ইচ্ছা করে তোমায় কষ্ট দিচ্ছি? এর বেশী আনন্দ বলতেপারল না। আবার দুজনে দুজনের ঘরে ব্যথাতুর মনে ফিরে গেল। বিছানায় শুয়ে আনন্দ ভাবছে, যেন কণা আকাশের ঘরের জানালা দিয়ে মাটিতে তার ঘরের দিকে দেখছে। এই ঘরের কষ্ট ও ব্যথা দেখে এখানে কিছুদিনের জন্য ফিরে আসতে চায়। সে এখানে আসার জন্য ভগবানকে অনুনয় করছে, অনুমতি চাইছে। ভগবান ঘুম ও ক্লান্তিরমাঝখানে দাঁড়িয়ে কণাকে নিয়তির খেলার উপর পুরাণ ব্যাখা শুনিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে থাকবে। ভগবানের হাতের স্পর্শে ওর আনন্দের কথা মনে পড়ে থাকবে। আর ভগবানের ঘরের উঠোনে বসে আনন্দে সাথে বিগত দিনের কথা মনে পড়বে। এই স্বপ্নের সাথে সে ঘুমের নদীতে নামল। গভীরে তলিয়ে গেল যেখানে ওর পীড়া ও দুঃখ রাতের মত ডুবে যাবে। তখন তার মনে থাকবে না বর্তমান অবস্থা, থাকবে না ভবিষ্যতের যাতনা। ঘুমের মধ্যে ওর যাবতীয় ব্যথা কোথও দূরে চলে যাবে চাঁদের মত পরিক্রমা করতে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com